মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের বড় ভাই মিজানুর রহমান মজনু আর নেই

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর বড় ভাই মিজানুর রহমান মজনু আর নেই। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

সোমবার ভোর ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

মরহুম মিজানুর রহমান মজনু পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পাড়ার বাসিন্দা এবং মৃত ফরহাদ আলীর বড় ছেলে। জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা গ্রহণের পরও শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার জানাজার নামাজ আজ সোমবার বাদ আছর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

দর্শনা প্রেসক্লাবে হামলা: ভাঙচুর ও সাংবাদিক আহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাবে একদল দুর্বৃত্তের হামলায় একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকে মারধর, মোবাইল ফোন ভাঙচুর এবং লাইট বন্ধ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রেসক্লাব সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) রাত আনুমানিক ১১টার দিকে আজিমপুর গ্রামের আতর আলীর ছেলে চঞ্চলসহ কয়েকজন ব্যক্তি প্রেসক্লাবের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। একপর্যায়ে তারা প্রেসক্লাবের দেয়ালে অশোভন আচরণ করেন এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ সময় প্রেসক্লাবের অফিস সহকারী আব্বাস আলী বিষয়টি দপ্তর সম্পাদক আব্দুল হান্নানকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে চঞ্চল তার ওপর হামলা চালায় এবং তাকে মারধর করে। পরিস্থিতি বেগতিক হলে হান্নান প্রেসক্লাবের ভেতরে আশ্রয় নেন।

অভিযোগ রয়েছে, এরপর চঞ্চলের নেতৃত্বে আরও ১০-১২ জনের একটি দল জোরপূর্বক প্রেসক্লাবে প্রবেশ করে। তারা লাইট বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে হান্নানের ওপর হামলা চালায় এবং তার ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন ভাঙচুর করে। এতে প্রেসক্লাব এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানসহ পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানায়, লিখিত অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুর সাড়ে ১২টায় দর্শনা প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, প্রেসক্লাব কোনো সাধারণ স্থান নয়; এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেখানে ঢুকে এ ধরনের হামলা গণমাধ্যমকে ভয়ভীতি দেখানোর শামিল। তারা দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন বলেন, “এটি শুধু একজন সাংবাদিকের ওপর হামলা নয়, বরং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্বের অপচেষ্টা। আমরা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং প্রশাসনের কাছে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।”

লিটন মাহমুদ গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

‎গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে লিটন মাহমুদকে। ‎গত বুধবার দুপুরে প্রেসক্লাবের জরুরি সভায় ক্লাবের সকল সদস্যদের সম্মতিতে তাকে এই পদে মনোনীত করা হয়।

‎জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন

‎এসময় বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি সাহাজুল ইসলাম সাজু, সাবেক সভাপতি এম এ লিংকন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি মাসুম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম কবি, অর্থ সম্পাদক ইজাজ হোসেন ছোটন, ক্লাবের সদস্য আখতারুজ্জামান আক্তার, মাহাবুল ইসলাম, সাঈদ হাসান, ফিরোজ হোসেন পলাশ, হাসানুজ্জামান প্রমুখ।

এর আগে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিয়াদুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রেসক্লাবের শৃঙ্খলা ভংঙ্গের অভিযোগ ওঠায় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যহতি দেয়া হয়।

‎সাধারণ সম্পাদক মিয়াদুল ইসলামের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসে চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে।

এঘটনায় বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। মিয়াদুল ইসলাম নিজেকে ভূঁয়া সাংবাদিক ও চাঁদাবাজ মুচলেকা দেন।

এসব বিষয় অভিযোগ ওঠায় ঘটনাটি সত্য মিথ্যা তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পর পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।শনিবার ইফতার মাহফিল শেষে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

ইকরামুল হক পিপুল জানান, প্রয়াত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর ছেলে টুটুল শাহ তাকে গালিগালাজ ও বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘ওসি-এসপি আমার পকেটে থাকে’ বলেও হুমকি দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শ্যামপুর গ্রামের শিলনের ছেলে ইমনকে (১৫) এসির তার চুরির অভিযোগে টুটুল শাহ দর্শনা থানায় নিয়ে যান। তবে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ না থাকায় পুলিশ সামাজিকভাবে মুচলেকা নিয়ে তাকে তার দাদা ফয়েজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করে। একই সঙ্গে তাকে দর্শনা ছেড়ে তার মামার বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। এ সময় ইকরামুল হক পিপুল উপস্থিত ছিলেন।

পরে এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে টুটুল শাহ ও তার চাচাতো ভাইরা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মৌখিক অভিযোগ করা হয়েছে। পরে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে বলে জানান ইকরামুল হক পিপুল ও প্রেসক্লাবের সদস্যরা।

প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক,

ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, ইমনকে থানায় আনা হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইকরামুল হক পিপুলের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ইমনের দাদা ফয়েজ উদ্দিন তাকে থানায় দিলে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে গতকাল শনিবার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক, ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

দর্শনা প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা

শরীফ ওসমান বিন হাদীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ, হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে এবং সাম্প্রতিক পত্রিকা অফিস ভাঙচুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নের দাবিতে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বাদ মাগরিব দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল। সভায় বক্তারা বলেন, শরীফ ওসমান বিন হাদী হত্যাকাণ্ড শুধু একটি হত্যাই নয়; এটি একটি বিপ্লবকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র এবং দেশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত। রাষ্ট্রকে দুর্বল করে আধিপত্যবাদ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকা অফিস ভাঙচুর, সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হুমকির ঘটনা বেড়ে চলেছে, যা গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য চরম উদ্বেগজনক। তারা অবিলম্বে সাংবাদিক নিরাপত্তা আইন কার্যকর করা, দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা এবং সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সভা থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করা হয়, সাংবাদিকদের ওপর যেকোনো হামলা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দর্শনা প্রেসক্লাব সবসময় সোচ্চার থাকবে এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শেষে শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদীর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক

মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, আহসান হাবীব মামুন, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল হান্নান ও শুকোমল চন্দ্র বাধন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এসিল্যান্ড তাসফিকুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদা যেন এক জনবান্ধব, কর্মদক্ষ ও মানবিক এসিল্যান্ডকে হারালো। বদলিজনিত কারণে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় উপজেলা সহকারী কমিশনারের কার্যালয়ে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দামুড়হুদা উপজেলায় যোগদান করেন। তিনি প্রশাসনের ৩৮তম বিসিএস ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। অল্প সময়ের কর্মকালেই তিনি সততা, দক্ষতা ও জনবান্ধব আচরণের মাধ্যমে উপজেলার সর্বস্তরের মানুষের আস্থা অর্জন করেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কেবল একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নয়, বরং সাধারণ মানুষের একজন আপন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সততা, আন্তরিকতা ও নিরলস পরিশ্রমে বদলে যায় উপজেলা ভূমি অফিসের চিরচেনা চিত্র। তাঁর কর্মকালীন সময়ে ভূমি অফিসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০ হাজারেরও বেশি জমির খারিজ সম্পন্ন করেন এবং প্রায় ৭ শতাধিক মিসকেস নিষ্পত্তি করেন। পাশাপাশি তিনি অসংখ্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ভূমি-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও সেবামুখী ভূমি অফিস গড়ে তুলতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

বিদায় সংবর্ধনায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান একজন ব্যতিক্রমধর্মী ও মানবিক কর্মকর্তা ছিলেন। সাধারণ মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য। তাঁর অদম্য কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতায় তিনি দামুড়হুদা উপজেলার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

বিদায় বক্তব্যে কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান বলেন, দামুড়হুদা আমার কর্মজীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এখানকার মানুষ আমাকে যে ভালোবাসা ও সহযোগিতা দিয়েছেন, তা আমি আজীবন মনে রাখব। আপনাদের সবাইকে আমি খুব মিস করব। আমার ও আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।

সংবর্ধনা শেষে তাঁর সুস্বাস্থ্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও কর্মজীবনে সাফল্য কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। বিদায়ের মুহূর্তে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং অনেকের চোখে অশ্রু ঝরে পড়ে।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একজন দক্ষ, সৎ ও জনবান্ধব কর্মকর্তা হিসেবে কে. এইচ. তাসফিকুর রহমানের অবদান দীর্ঘদিন এ উপজেলায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান হবি, মেহেদী হাসান, আরিফুল ইসলাম মিলন এবং সদস্য আব্দুল খালেক, শেখ হাতেম, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত

প্রেসক্লাবের অফিস কক্ষে এই ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে বাংলা ভিশনের জেলা প্রতিনিধি আসিফ ইকবাল মাখন সভাপতি এবং মানবজমিন প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অন্যান্য পদের মধ্যে প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কামরুজ্জামান লিটন নির্বাচিত হন। বাকি পদগুলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিতরা হলেন সহ সভাপতি এম রবিউল ইসলাম রবি (দেশ রুপান্তর), সহ সম্পাদক পদে সাদ্দাম হোসেন (চ্যানেল-২৪.), দপ্তর সম্পাদক পদে রাজিব হাসান(৭১ টিভি), ক্রীড়া সম্পাদত পদে খাইরুল ইসলাম নিরব (আমাদের সময়), তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সোহাগ আলী (সময় টিভি)।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে আজাদ রহমান (প্রথম আলো), আব্দুল হাই (ভোরের ডাক), এম রায়হান (জনকণ্ঠ), নিজাম জোয়ার্দ্দার (এটিএন বাংলা), এম সাইফুল মাবুদ, রফিকুল ইসলাম মন্টু এবং মিরাজ জামান রাজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন এ্যাড. সুভাষ বিশ্বাস মিলন এবং সহকারী কমিশনার ছিলেন এ্যাড. বদিউজ্জামান ও এ্যাড. আব্দুল আলিম।

প্রেসক্লাবের ২৮ জন সদস্যের মধ্যে ২৭জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অবাধ সুষ্ঠু এবং উৎসব মূখর পরিবেশে এই ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া

মাহফিল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় প্রেসক্লাব হলরুমে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু এবং যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম।

দোয়া অনুষ্ঠান শুরুর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বর্ণাঢ্য জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদ হাসান সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, নির্বাহী সদস্য তাছির আহম্মেদ, হাবিবুর রহমান হবি, আরিফুল ইসলাম মিলন, সদস্য শেখ হাতেম, জহুরুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু এবং সহসভাপতি মোজাম্মেল শিশির প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যে অবদান রেখেছেন, তা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারা তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

আলোচনা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা আশরাফুল হক।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ইউএনও তিথি মিত্রকে বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের বদলীজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র আইসিটি মন্ত্রণালয়ে উপপরিচালক হিসেবে যোগদান করবেন।

বিদায় সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল শিশির, প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, নির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান হবি, তাসীর আহমেদ, শেখ হাতেম, জহুরুল ইসলামসহ প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বিদায় সংবর্ধনায় বক্তারা ইউএনও তিথি মিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও সাংবাদিকবান্ধব একজন নির্বাহী কর্মকর্তা। দাপ্তরিক কাজে আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা ও মানুষের কল্যাণে তার নিবেদন তাকে সবার কাছে শ্রদ্ধার স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। স্বল্প সময়ে তিনি উপজেলার উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

বক্তারা আরও আশা প্রকাশ করেন, নতুন কর্মস্থল ঢাকার আইসিটি অধিদপ্তরের উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিথি মিত্র সুযোগ হলে দামুড়হুদা উপজেলার উন্নয়ন ও কল্যাণে সহযোগিতা করে যাবেন।

শেষে তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সফল কর্মজীবন কামনা করে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়।